দৃষ্টি আকর্ষণ

এটা সর্বজন বিদিত যে, মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যে সফর সংঘটিত হয়েছিল তা আল্লাহ তা'আলার সরাসরি তত্ত্বাবধানে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এ সফরে একমাত্র হযরত জিবরাঈল (আ.)-ই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সার্বক্ষণিক সফর সঙ্গী। রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজের সফরের বর্ণনা প্রদান করার পূর্বে এ বিষয়ে দুনিয়ার কোন মানুষ কিছুই জানত না। এ বিষয়ের যাবতীয় জ্ঞান সীমাবদ্ধ শুধুমাত্র তিনজন মহিমান্বিত সত্ত্বার মধ্যে–

১. *আল্লাহ তা'আলা*
২. *হযরত মুহাম্মাদ (সা.)*
৩. *হযরত জিবরাঈল (আ.)*

সুতরাং এ বিষয়ে কোন কিছু জানতে হলে যেতে হবে পবিত্র কুরআনের কাছে, যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা মি'রাজের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অথবা যেতে হবে পবিত্র হাদীসে নববীর কাছে, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজের ঘটনার পরিপূর্ণ বর্ণনা করেছেন। আর এ ব্যাপারে হযরত জিবরাঈল (আ.) থেকে সরাসরি কোন কিছু জানার সুযোগ সাধারণ মানুষের নেই। তাই বলা যায়, মি'রাজের ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ শুধুমাত্র রিওয়ায়েত বা বর্ণনা নির্ভর। এ বিষয়ে যা বলা হবে তা হতে হবে পবিত্র কুরআন থেকে বা হাদীসে নববী থেকে। মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে কোন আলিম, গবেষক বা ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত বক্তব্যের কোন মূল্য নেই। কেননা এটি গবেষণা করে বর্ণনা করার বিষয় নয়। তাই যিনি মি'রাজে সংঘটিত কোন ঘটনা বর্ণনা করবেন, তাঁকে বলতে হবে তিনি এ ঘটনা কুরআনের কোন সূরায় বা হাদীসের কোন কিতাবে পেয়েছেন। যথাযথ উত্তর পাওয়া গেলে তাঁর কথা মেনে নেয়া হবে, অন্যথায় প্রত্যাখ্যান করা হবে। আর এটাই হল মি'রাজের আলোচনার গ্রহণযোগ্যতার মূলনীতি।

সূচীপত্র

১. মি'রাজের উদ্দেশ্য /০৭
২. বিস্ময়কর মি'রাজ /০৮
৩. মি'রাজের প্রেক্ষাপট /১১
৪. পবিত্র কুরআনের আলোকে মি'রাজ /১৭
৫. হাদীসে নববীর আলোকে মি'রাজ /২১
৬. বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মি'রাজ /৬৭
৭. মি'রাজের উপর বিশ্বাস স্থাপন প্রসঙ্গে। /৭৪
৮. ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى আয়াতের ব্যাখ্যা /৭৮
৯. রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন কি-না /৮৭
১০. মি'রাজ নিয়ে একটি বাড়াবাড়ি বক্তব্য /৯৪
১১. মি'রাজ স্বশরীরে হয়েছিল কি না। /৯৫
১২. মি'রাজে রাসূলুল্লাহ (সা.) আরশে আজিম ভ্রমণ করেছেন কি-না/১০১
১৩. মি'রাজে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক দর্শনীয় কতিপয় দৃশ্য /১০৩
১৪. মি'রাজের রাত্রির ফজিলত /১০৬
১৫. প্রচলিত জাল হাদীস ও ভিত্তিহীন কল্প কাহিনী/১০৯
১৬. মি'রাজের মৌলিক কর্মসূচী /১১৪
১৭. মি'রাজের শিক্ষা /১৩৭

মি'রাজের উদ্দেশ্য

আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নবুওয়াত প্রাপ্তির পর কোন বিশেষ সময়ে বিশেষ কিছু মর্যাদা প্রদান করার নিমিত্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীগণকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় আপন সান্নিধ্যে নিয়ে নবুওয়াতের গুরু দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলার জন্য সরাসরি তা'লীমে রাব্বানীর ব্যবস্থা করেছেন। নবীগণকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতের বিশালতা এবং তাঁর সৃষ্টি লীলার গূঢ় রহস্য সমূহের সাথে পরিচিত করিয়ে দেন। নবীগণের সম্মুখে প্রকাশ করেন তাঁর সীমাহীন ক্ষমতার অসীম দিগন্ত। এতে করে নবীগণের মনে আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতা ও সীমাহীন কুদরতের উপর এমন ইয়াকীন সৃষ্টি হয় যে, বাতিল পন্থিদের সকল বিরোধিতা ও ভয় প্রদর্শন তাঁদের নিকট অতিতুচ্ছ মনে হয়। যেমন ইবরাহীম (আ) এর নিকট নমরুদের অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপের ভয় প্রদর্শন অতি তুচ্ছ জ্ঞান হয়েছিল। কেননা ইতিপূর্বে তিনি তা'লীমে রাব্বানী পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَكَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ لِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ

"আর এভাবে আমি ইবরাহীমকে (আ) নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তু সমূহ দেখাতে লাগলাম যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়"।[১]

অনুরূপভাবে হযরত আদম (আ)কে জান্নাতে, মূসা (আ)কে তূর পাহাড়ে[২] আর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)কে সিদরাতুল মুন্তাহারও উপরে নিয়ে তা'লীমে রাব্বানীর ব্যবস্থা করা হয়।

১। সূরা আনআম-৭৫

২। তাফসীরে খাযেন, ৪/৪৪৪

বিস্ময়কর মি'রাজ

পৃথিবী সৃষ্টি হতে প্রলয় পর্যন্ত যত বিস্ময়কর ঘটনার অবতারণা হয়েছে বা হবে মি'রাজুন্নাবী (সা) হলো সে সবের মধ্যে অন্যতম বিস্ময়কর ঘটনা। যার প্রমাণ বহন করছে মি'রাজের বর্ণনা সম্বলিত আয়াতে কারীমার প্রথম শব্দ "سبحان الذي"।

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, সে সবের মধ্যে রয়েছে হযরত ইউনুছ (আ) এর চল্লিশ দিন[৩] মাছের পেটে জীবিত থাকার মত বিস্ময়কর কাহিনী, হযরত ইবরাহীম (আ) এর নমরুদের প্রজ্জলিত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং দীর্ঘ চল্লিশ দিন[৪] পর আগুনের ভিতর থেকে পরিপূর্ণ সুস্থ্যতার সাথে বের হওয়ার কাহিনী, হযরত ঈসা, হযরত হযরত মূসা, হযরত লূত, হযরত নূহ (আ) এর কাহিনী। আরো রয়েছে কাওমে আদ ও কাওমে সামুদের বিস্ময়কর কাহিনী।

এ ছাড়া আরও অনেক আশ্চর্য কাহিনী কুরআনে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু কোথাও "সুবহানা" শব্দ দিয়ে কাহিনী শুরু করা হয়নি। স্বাভাবিকতঃ যখন কোন কাজ-কর্ম বা বস্তু থেকে বিস্ময়বোধ হয় তখনই কেবল "সুবহানাল্লাহ" বলে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়ে থাকে।[৫] মি'রাজ যেহেতু এক অতি মহাবিস্ময়কর ঘটনা তাই তাঁর বর্ণনা শুরু করা হয়েছে সে বিস্ময়বোধক শব্দ سبحان দিয়েই। মি'রাজ নিয়ে গবেষণা করলে বিস্মিত হওয়াই স্বাভাবিক।

মহাকাশবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানহীন আরবরাও বিস্মিত হয়েছিল। কিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে বাইতুল মোকাদ্দাসের ৭৬৫ (১২৩২ কিলোমিটার) মাইল[৬] পথ এক রাতে সফর করে আবার মক্কায় ফিরে আসলেন।

৩। তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৩/১৭৮

৪। প্রাগুক্ত, ৩/১৭১

৫। ফতহুল বারী, ইবনে হাজার আসকালানী, ৭/২৩৮,

৬। ইন্টারনেট, http:portcanal.co. uk/cgibin/ diser pl?a=Macca$b= jerusalem.

যে পথ অতিক্রম করতে তৎকালে কম পক্ষে ৪০ দিনের[৭] প্রয়োজন ছিল। আর বর্তমান যুগে Astronomy (জ্যোতির্বিজ্ঞান) ও Cosmology (মহাজাগতিক বিজ্ঞান)-এর উৎকর্ষতায় মানুষ মহাকাশ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করে মি'রাজ সম্পর্কে গবেষণা করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আল্লাহ্ পাকের মহা কুদরতের নিকট মাথা নত করছে।

কিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) Gravitation Power (মধ্যাকর্ষণ শক্তি) ভেদকরে সূর্য, Binary Star (যুগ্ম নক্ষত্র), Cluster (গুচ্ছ নক্ষত্র), Comet (ধূমকেতু) Galaxy (নক্ষত্র পুঞ্জ), Blackhole (অন্ধকার গহ্বর), Event horizon ইত্যাদি পার হয়ে আকাশে পৌঁছেছেন তা তাদের নিকট বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। আরও বিস্ময়কর বিষয় হলো এ ভ্রমণটি ঘটেছিল অতি সামান্য সময়ের ভিতরে[৮], গতি বিজ্ঞানীরা যার কোন কুল কিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজে যে পথ সফর করেছিলেন তার জন্য এ সফরে কত সময় প্রয়োজন তা যদি আমরা মহাকাশ বিজ্ঞানীদের নিকট জানতে চাই তাহলে বিজ্ঞানীগণ মহাকাশের পথ পরিক্রমার হিসাব প্রদান করে বলবেন, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। আলোর গতি অর্থাৎ সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ (এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার) মাইল গতিবেগে পৃথিবী থেকে কেহ ধাবমান হলে শুধু সূর্যের দূরত্ব পাড়ি দিতে সময় লাগবে ৮ মিনিট।

---

৭. তাফসীরে কাশশাফ, ২/৪৩৬

৮. মা'রেফুল কুরআনে এসেছে- اسرى بعبده ليلا আয়াতাংশের মাঝে ليلا শব্দটি نكرة ব্যবহার করে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র ঘটনায় সম্পূর্ণ রাত্রি নয়; বরং রাত্রির একটা অংশ ব্যয়িত হয়েছে। আততিবরানী সংকলিত একটি হাদীসে এসেছে, রাসূল (সা.) বলেছেন- اتيت اصحابي قبل الصبح بمكة فاتاني الليلة ابوبكر فقال يا رسول الله اين كنت 'অতপর প্রভাতের পূর্বে আমি মক্কায় আমার সাহাবীদের নিকট ফিরে আসলাম। তখন আবু বকর আমার নিকট আগমন করে বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! (সা.) আপনি গত রাত্রে কোথায় ছিলেন?' মাওলানা ইদরীস কান্দহলভী বলেন, বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা.)-এর মি'রাজের সফর ইশার সালাতের পর ও ফজর সালাতের পূর্বে এ মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। (মিরাজুন্নবী (সা.), ইফাবা- পৃঃ ৫৫)

মি'রাজের প্রেক্ষাপট

বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বয়স চল্লিশের কোঠায়। তিনি মক্কা মোয়ায্যামার অদূরে জাবালে নূরের হেরা গুহায়[১১] ধ্যানমগ্ন। জিবরাইল আমিন (আ.) প্রথম বারের মত তাঁর কাছে অহী নিয়ে আগমন করলেন।[১২] তিনি অভিষিক্ত হলেন নবুওয়াতের বিশাল মর্যাদায়। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর কৌশল জনিত কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) তিন বৎসর গোপনে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করেন।[১৩] তিন বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার আদেশ প্রদান করে প্রত্যাদেশ করেন-

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

"(হে নবী) আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় প্রদর্শন করুন।"[১৪]

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) এক দিন সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে[১৫] আওয়াজ দিলেন ইয়া সাবাহাহ! অর্থাৎ হায় সকাল! তখনকার দিনে কোন ভয়াবহ সংবাদ প্রদান করার প্রয়োজন হলে মানুষেরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এই আওয়াজ করতে থাকতো[১৬] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর

---

১১. এটি মক্কা থেকে দু'মাইল দূরে অবস্থিত। এর দৈর্ঘ ৪ গজ, প্রস্থ ১.৭৫ গজ, নিচের দিকে গভীর নয়। (আর রাহীকুল মাখতুম- ৮৯)। জাবালে নূরের চূড়ায় উঠে একটু দক্ষিণ দিকে গিয়ে সামান্য নিচে নেমে সরু পথে গুহায় প্রবেশ করতে হয়। পাহাড়টি বেশ খাড়া ও উঁচু। উঠা ঝুঁকিপূর্ণ। যদিও পাহাড়ের গায়ে কোথাও কোথাও সিঁড়ি তৈরী করা আছে। পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে লেখকের সময় লেগেছিল ৪৮ মিনিট।

১২. বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ৩

১৩. আর রাহীকুল মাখতূম, আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, পৃঃ ৯৮

১৪. সুরা শূআরা-২১৪

১৫. বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ৪৭৭০

১৬. আর রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ১০২